গ্রামে-গ্রামে স্বরাজ

বিনোবা

অনুবাদ

নিরুপমা দেবী

সর্বোদয় প্রকাশন সমিতি

কলিকাতা

প্রকাশক :	प्रकाशक :
পরমেশ বসু	परमेश वसु
সাহিত্য শাখা	साहित्य शाखा
সর্বোদয় প্রকাশন সমিতি	सर्वोदय प्रकाशन समिति
সি-৫২ কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট	सि-५२ कलेज ष्ट्रीट मार्केट
কলিকাতা ১২	कलिकाता १२
মুদ্রক :	मुद्रक :
প্রাণকৃষ্ণ পাল	प्राणकृष्ण पाल
শশী প্রেস	शशी प्रेस
৪৫, মসজিদ্‌বাড়ী ষ্ট্রীট	४५ मसजिद्‌बाड़ी ष्ट्रीट
কলিকাতা ৬	कलिकाता ६
মূল্য :	मूल्य :
চার আনা	पच्चीस नये पैसे
দ্বিতীয় মুদ্রণ (৫,৫০০)	द्वितीय मुद्रण (५,५००)
ডিসেম্বর ১৯৫৮	दिसम्बर १९५८
প্রথম প্রকাশ (৩,৩০০)	प्रथम प्रकाश (३,३००)
মার্চ ১৯৫৭	मार्च १९५७

गाँव-गाँवमें स्वराज्य

विनोबा

अनुवाद :

निरुपमा देवी

मूल्य : पच्चीस नये पैसे

প্রকাশকের নিবেদন

'গ্রামে-গ্রামে স্বরাজ' পূজ্য বিনোবাজীর হিন্দী বই 'গাঁও-গাঁও মেঁ স্বরাজ্য'-এর বাংলা অনুবাদ। আকারে ছোট হইলেও বইটি রাজনৈতিক স্বাধীনতালাভের পর ভূদানযজ্ঞের মাধ্যমে ভারতের এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত যে-ক্রান্তিকারী সমাজ-পরিবর্তনের আন্দোলন চলিতেছে তাহার তাৎপর্য বুঝিয়া লইতে পাঠকদের যথেষ্ট সাহায্য করিবে।

বিনোবাজীর ভাষা জগতে যান্ত্রিক-সভ্যতার আবহাওয়ায় ও উদ্দেশ্যে যে-ভাষা গড়িয়া উঠিয়াছে তাহা হইতে ভিন্ন। তাঁহার ভাষা মানবতার ভাষা, আত্মার ভাষা। সর্বোদয়-সমাজ বলিতে কি বুঝায় এবং উহা লোকশক্তির আধারে কি করিয়া গড়িয়া তুলিতে হইবে—এই বইয়ে তাহা অতি সহজ ও সরলভাবে প্রকাশ পাইয়াছে।

সর্বোদয়-সাহিত্যের অন্যান্য বইগুলির মতো এই বইটিও পাঠকদের কাছে বিশেষ সমাদর লাভ করিবে—ইহাই আমরা আশা করি।

প্রকাশক

দোল-পূর্ণিমা
কলিকাতা
১৬ মার্চ ১৯৫৭

বিনোবাজীর অন্যান্য বাংলা বই

গীতা প্রবচন .. টা ১.২৫

সাধনা ...টা ০.৫৬

স্থিতপ্রজ্ঞ-দর্শন ...টা ১.৫০

শিক্ষা-বিচার ...টা ৩.৫০

লোকনীতি ...(যন্ত্রস্থ)

প্রাপ্তিস্থান :—

সর্বোদয় প্রকাশন সমিতি

সি-৫২, কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট

কলিকাতা ১২

গ্রামে-গ্রামে স্বরাজ

[এক]

স্বাধীনতাপ্রাপ্তির পর গ্রামের উন্নতি হইবে—এই আশা লোকেরা পোষণ করিয়াছিল। এইরূপ আশা করা অন্যায় নহে। কারণ স্বরাজ আসিলে জনসাধারণের অবস্থার উন্নতি যদি না হয়, তবে সেই স্বরাজের মূল্য কি? এইজন্যই গ্রামের অবস্থা ভাল হইবার আশা পোষণ করা ঠিকই হইয়াছিল।

আপনারাই বাদশাহ

কিন্তু লোকেরা বুঝে নাই যে, স্বাধীনতার পর আমাদের অবস্থার পরিবর্তন করার দায়িত্ব আমাদেরই হাতে। তাহারা মনে করিয়াছিল পূর্বে যেমন মুসলমানদের ও ইংরেজদের রাজত্ব ছিল, তেমন বুঝি এখন কংগ্রেসের রাজত্ব আসিয়াছে। কিন্তু মুসলমান বা ইংরেজের রাজত্বে অথবা অন্য কোন রাজার রাজত্বে কেহ জনসাধারণের ভোট চাহে নাই। ঐ প্রকার রাজত্ব এখন পুরাতন হইয়া গিয়াছে। তাহা ছিল রাজার রাজত্ব, সুলতান বা বাদশাহের রাজত্ব। আমাদের বর্তমান স্বরাজ হইল জনগণের রাজ। এখন যাঁহারা রাজ্য-পরিচালনা করেন তাঁহারা জনগণের নির্বাচিত ভৃত্য বা চাকর। আপনাদের রাজ্য আপনারা যেভাবে চাহেন সেইভাবেই চালাইতে পারেন। আপনাদের এই অধিকার রহিয়াছে। রাজ্য চালাইবার জন্য কী রকম ভৃত্য রাখিতে হইবে, তাহা আপনারাই ঠিক করিতে পারেন। এইজন্যই চারি বৎসর আগে আপনাদের ভোট চাওয়া হইয়াছিল এবং আপনারা ভোট দিয়া পাঁচ বৎসরের জন্য চাকর নিযুক্ত করিয়াছিলেন। আপনারা জানেন কৃষক

প্রথমে এক বৎসরের জন্য মুনিস ঠিক করে এবং কাজ ভাল করিলে পুনরায় তাহাকে নূতন বৎসরের জন্য রাখে। কিন্তু কাজ অপছন্দ হইলে মুনিস বদল করে। তেমনি আপনারা মাত্র পাঁচ বৎসরের জন্য ভৃত্য নির্বাচন করিয়াছেন। সে কাজ ভাল করিয়াছে মনে করিলে তাহাকে দ্বিতীয়বার নির্বাচন করিতে পারেন, নতুবা অন্য কাহাকেও বাছিয়া লইতে পারেন।

ইহার অর্থ এই যে, এখানে আপনারা যাঁহারা বসিয়া আছেন, তাঁহারা সকলেই বাদশাহ, সকলেই কর্তা। আলাদা-আলাদা নহে, সকলে মিলিয়া কর্তা। আপনারা কর্তা হইয়াছেন বটে, কিন্তু আপনাদের হাতে যে কর্তৃত্ব রহিয়াছে তাহা আপনারা জানেন না। এই অবস্থায় যাহা হইয়াছে তাহা যেন একটা নাটকের অভিনয় হইয়াছে। আপনাদের মত চাওয়া হইল, আপনারা মত দিলেন। মনে করুন, কোন বাড়ীতে চার-পাঁচ বৎসরের মূর্খ অল্পবুদ্ধিসম্পন্ন এক ছেলে আছে। তাহাকে যদি জিজ্ঞাসা করা হয়, বাড়ীর কাজ কিভাবে চলিবে অর্থাৎ তাহার কাছে যদি ভোট চাওয়া হয়, তবে সে কী ভোট দিবে? সে ত বলিবে, "আপনারা আমার সহিত এ কি পরিহাস করিতেছেন? বাবা মা-ই আমার চিন্তা করিবেন।" লোকেরাও কংগ্রেসওয়ালাদের বলিল—"আপনারা বড়, আপনারা আমাদের সেবা করিয়াছেন, আপনারাই আমাদের মা-বাপ। আপনারাই রাজ্য পরিচালনা করুন।" অন্যদিকে কংগ্রেসীরা বলেন, "আপনাদের ভৃত্য হইতে চাই। আমাদিগকে চাকুরী করিতে দিন।"

কর্তৃত্ব কাহাকেও দেওয়া যায় না। কর্তৃত্ব বা অধিকার

ভিতর হইতে আসে। ভারতবর্ষের লোকেরা মূর্খ নহে, বেশ বুদ্ধিমান। কিছুদিন আগে যে-নির্বাচন হইল তাহা কত সুন্দরভাবে হইয়া গেল। সকলে মনে করিয়াছিল, নির্বাচন লইয়া না-জানি কি হয়? বুঝি বা কত ঝগড়া-ঝাঁটি হয়? কিন্তু তেমন কিছুই হইল না। অন্য দেশবাসীরা ইহা দেখিয়া অবাক হইয়া গিয়াছে যে, ভারতের লোকেরা নিরক্ষর তবু সেখানে এত সুন্দরভাবে নির্বাচন কেমন করিয়া হইল! ইহার কারণ এই যে, এখানের জনসাধারণের পিছনে দশ হাজার বৎসরের অভিজ্ঞতা রহিয়াছে। তাহারা যে নিরক্ষর ইহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু তাহারা অনুভূতিসম্পন্ন এবং এইজন্যই জ্ঞানী। ইহার ফলেই ভারতের নির্বাচন ভালভাবে হইতে পারিয়াছে।

ভারতের লোকেরা বুদ্ধিমান হইলেও বহুবর্ষ ধরিয়া গোলামিতে অভ্যস্ত এবং মনে করে সরকার মা-বাপের মতো তাহাদের ভাবনা ভাবিবে। কিন্তু এখন তাহাদের হাতে যখন কর্তৃত্ব আসিয়াছে তখন অধিকারবোধও তাহাদের মনে আসা চাই। মায়ের অধিকার মাকে কি কেহ দেয়? তিনি নিজেই নিজের মধ্যে মাতৃত্ব অনুভব করেন। সিংহকে কি কেহ বনের রাজা করিয়া দিয়াছে? সে নিজেই নিজের অধিকারে রাজা হইয়াছে। তেমনি স্বরাজ ও শক্তির অনুভূতি জনগণের ভিতর হইতে হওয়া চাই। তাহা কেমন করিয়া হইবে? গ্রামের লোকেরা কি দিল্লীর রাজ্য চালাইবে? তাহা নহে। গ্রামের লোকেরা শুধু গ্রামের রাজ্যই চালাইতে পারে। ইহাতেই তাহাদের রাজ্য পরিচালনা করিবার অভিজ্ঞতা জন্মিবে।

সেবার অধিকার

বর্তমান যুগের রাজ্য রাজ্য নহে, প্রাজ্য। ইহা জনগণের রাজ্য। অতীতকালে যে লোকেদের দাবাইয়া রাখিতে পারিত সে-ই রাজা হইত। সিংহকে বনের রাজা বলা হয়। তাহার অর্থ বনের অন্য প্রাণীকে যে খাইয়া ফেলে সে-ই রাজা। সংস্কৃতে পশুর রাজা অর্থাৎ সিংহকে বলা হয় 'মৃগরাজ'। ঐ রাজার দর্শনমাত্র সমস্ত মৃগ ভয়ে থর্-থর্ করিয়া কাঁপিতে থাকে। এই প্রকারের রাজসত্তা বা অধিকার এখন আর চলিবে না। এখন রাজসত্তা হইল সেবার সত্তা। ঘরে মায়ের কিরূপ অধিকার? শিশুর ক্ষুধা পাইলে তাহাকে দুধ খাওয়ানো মায়ের প্রথম অধিকার। শিশুকে ঘুম পাড়াইয়া পরে নিজে শয়ন করা মায়ের দ্বিতীয় অধিকার। সন্তানের অসুখ হইলে রাত জাগা তৃতীয় অধিকার এবং ঘরে খাবার কম থাকিলে সন্তানকে খাওয়াইয়া কিছু বাঁচিলে খাওয়া বা না বাঁচিলে নিজে উপবাস করা মায়ের চতুর্থ অধিকার। আমাদের ঘরে-ঘরে এইরূপ মাতৃরাজ বর্তমান নহে কি? সেই নমুনা গ্রামে-গ্রামেও দেখাইতে হইবে।

গ্রামে যাঁহারা বুদ্ধিমান, সম্পত্তিবান ও 'সমঝদার' তাঁহারা গ্রামের মাতা-পিতা স্বরূপ হউন এবং গ্রামের সেবা করিয়া গ্রামরাজ্য পরিচালনা করুন। বুদ্ধিমান পিতা ছেলেকে নিজের অপেক্ষা অধিক বুদ্ধিমান দেখিতে আশা করেন। সন্তান পিতাকে ছাড়াইয়া গেলে পিতা খুশী হন। জনসাধারণ যদি গুরুর কথা ভুলিয়া গিয়া শিষ্যের কথা স্মরণ রাখে গুরুর তাহাতেই আনন্দ। সৎ গুরু মনে করেন, 'শিষ্যকে জ্ঞান দিবার পরেও যদি সংসারে আমার নামই থাকিয়া যায়, তবে আমি তাহাকে আর কি জ্ঞান

দিলাম ? আমার নাম ঘুচিয়া গিয়া শিষ্যের নাম হইলে তবেই আমি সার্থক গুরু।' এইজন্যই গ্রামে যিনি বুদ্ধিমান তাঁহাকে এমনভাবে কাজ করিতে হইবে যাহাতে সকলে তাঁহার বুদ্ধিকেও অতিক্রম করিয়া যায়। তবেই গ্রামরাজ্য, রামরাজ্য হইবে।

নিজের গ্রামই একটি রাষ্ট্র

স্বরাজের অর্থ সমগ্র দেশের রাজ। যখন নিজ দেশের উপর অন্য দেশের শাসন থাকে না, তখন হয় স্বরাজ। কিন্তু যখন প্রত্যেকটি গ্রামে স্বরাজ প্রতিষ্ঠিত হইয়া যায়, তখন তাহাকে বলা হয় রামরাজ্য। গ্রামের সকলেই বুদ্ধিমান হইয়া গেল, কাহারও উপর হুকুম করিবার প্রয়োজন রহিল না— এইরূপ হইলে তাহা হইল রামরাজ্য। যখন গ্রামের ঝগড়া শহরের আদালতে যায় এবং শহরের লোক তাহার মীমাংসা করে, তখন তাহার নাম হয় গোলামি, দাস্য বা পরতন্ত্র। গ্রামের ঝগড়া গ্রামেই মিটাইবার নাম হইল স্বাতন্ত্র্য বা স্বরাজ। আর গ্রামে যদি ঝগড়াই না হয়, তবে তাহা হয় রামরাজ্য। আমাদের প্রথম গড়িতে হইবে গ্রামরাজ্য, তারপর রামরাজ্য। দেশের স্বাধীনতা ত হইয়া গিয়াছে। এখন আমাদের গ্রামরাজ্য গড়িতে হইবে। এইজন্যই গ্রামে-গ্রামে যাইয়া লোকেদের বুঝাইতে হইতেছে কিসে গ্রামের ভাল হইবে। এই বিষয়ে গ্রামবাসীদের নিজেদের চিন্তা করিতে হইবে। নিজের গ্রামকে মনে করিতে হইবে একটি রাষ্ট্র। আজ যেমন 'ভারতমাতার জয়' বলা হয়, তেমনই 'গ্রামের জয়' বলিতে হইবে।

প্রত্যেক গ্রামের জয় হইলেই দেশেরও জয়। যখন প্রত্যেক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কাজ করে তখন সমস্ত শরীরই কাজ

করে। চোখ, কাণ, হাত-পা, দাঁত ভালমতো কাজ করিলে সমস্ত শরীর ভালভাবে কাজ করিবে। ইহার মধ্যে একটিও যদি কাজ কম করে, তবে দেহের কাজ ভাল হইবে না। চোখ কাজ না করিলে, সমস্ত শরীর কাজ করা সত্ত্বেও তাহাকে বলা হয় অন্ধ। কাণ যদি কাজ না করে আর বাকী সমস্ত শরীরই কাজ করে, তবে তাহাকে বলা হয় বধির। সেইরূপ প্রত্যেকটি গ্রাম ভালভাবে কাজ চালাইলে, গ্রামে স্বরাজ হইলে দেশের স্বরাজও ভাল হইবে। কাজেই আমাদের প্রতিটি গ্রামে রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। একটা দেশে রাজ্যের যতগুলি বিভাগ থাকে এবং যত কাজ হয়, সেই সমস্তই প্রত্যেক গ্রামেও থাকিবে। সেখানে স্বাস্থ্য বা আরোগ্য বিভাগ থাকিলে, গ্রামেও আরোগ্য বিভাগ থাকিবে। সেখানে শিল্পবিভাগ, কৃষিবিভাগ, শিক্ষাবিভাগ, ন্যায়বিভাগ থাকিলে গ্রামেও সেই সমস্ত বিভাগ থাকা চাই। সেখানে পররাষ্ট্রের সঙ্গে যদি সম্বন্ধ থাকে, তবে গ্রামের ও পরগ্রামের সহিত সম্বন্ধ থাকিবে।

গ্রামে-গ্রামে বিশ্ববিদ্যালয়

গ্রামে-গ্রামে বিদ্যাপীঠ থাকিবে। **গ্রামে-গ্রামে বিশ্ববিদ্যা-পীঠম্।** ইহাই খাঁটি স্বরাজ। আমাকে একজন বলিয়াছিলেন, প্রত্যেক ছোট গ্রামে প্রাথমিকশালা, বড় গ্রামে হাইস্কুল ও বিশাখাপত্তনের মতো শহরে কলেজ হওয়া চাই। আমি তাঁহাকে বলিলাম, ঈশ্বরের এইপ্রকার ব্যবস্থা অভিপ্রেত হইলে ছোট গ্রামে কেবল দশ বৎসর পর্যন্ত বয়সের বালক-বালিকা থাকিত। তারপর পনের বৎসর বয়স পর্যন্ত বালক-বালিকা থাকিত বড় গ্রামে, আর তারও বেশী বয়সের সমস্ত লোক বিশাখাপত্তনের

মতো শহরে থাকিত। যখন জন্ম হইতে মৃত্যু পর্যন্ত সমস্ত কাজ গ্রামেই চলে, তখন পুরাপুরি বিদ্যা গ্রামে কেন চলিবে না? কর্তৃপক্ষের দল এত দরিদ্র যে, এক-একটি প্রদেশে এক-একটি মাত্র বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের পরিকল্পনা করেন। কিন্তু আমাদের ব্যবস্থা অনুসারে প্রত্যেক গ্রামেই বিশ্ববিদ্যালয় হইবে। ভাবিয়া দেখিতে হইবে যে, শিক্ষাকে আমরা কি খণ্ড-খণ্ড করিয়া রাখিব? চারি বৎসর পর্যন্ত শিক্ষা অর্থাৎ শিক্ষার এক টুকরা মাত্র থাকিবে গ্রামে। উহা হইতে উচ্চ শিক্ষা পাইতে হইলে গ্রাম-বাসীকে যাইতে হইবে গ্রাম ছাড়িয়া অন্যত্র। ইহার কোন অর্থ হয় না। আমার গ্রামেই আমার পূর্ণ শিক্ষা পাওয়া চাই। আমার গ্রাম ত টুকরা নহে, তাহা পূর্ণ। পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদম্। ইহাও পূর্ণ, উহাও পূর্ণ। ইঁহারা বলেন, ইহাও টুকরা, উহাও টুকরা এবং সব টুকরা মিলিয়া পূর্ণ। আমাদের ব্যবস্থায় এরকম টুকরা-টুকরা মিলাইয়া পূর্ণ বানাইবার কথা নাই। আমরা চাই রাজ্যের সমস্ত বিভাগ লইয়া প্রতিটি গ্রাম পূর্ণরাজ্যে পরিণত হউক।

এইভাবে ছোট-ছোট গ্রামে রাজ্য হইলে প্রত্যেক গ্রামে রাজত্ব চালাইবার জন্য উপযুক্ত ধুরন্ধরের দলও গড়িয়া উঠিবে। গ্রামে-গ্রামে সচেতন লোক থাকিবে। দিল্লীওয়ালাদের রাজ্য চালাইতে কোন সঙ্কট দেখা দিলে তাঁহারা মনে করিতে পারিবেন, 'দুই-চারিটি গ্রামে গিয়া দেখিয়া আসি সেখানকার লোকেরা কিভাবে রাজ্য চালাইতেছেন। কারণ রাজ্য পরিচালন-বিশারদ গ্রামে-গ্রামেও আছে।' এইজন্যই গ্রামে বিদ্যাপীঠ থাকা চাই। এখন ত রাজ্যশাস্ত্রজ্ঞানী লোক গ্রামে

কেন জিলাতেও নাই। সমস্ত অন্ধ্র প্রদেশে রাজ্যশাস্ত্রজ্ঞানী দুই-তিনজন মাত্র আছেন। স্বরাজ্য চালাইতে হইলে এত কমসংখ্যক জ্ঞানী লইয়া কিভাবে কাজ চলিবে? এইজন্য গ্রামে-গ্রামে জ্ঞানী থাকা চাই। আজ ত অবস্থা এমন যে, পণ্ডিত নেহরু প্রধানমন্ত্রীর পদ হইতে ছুটি চাহিলে সকলে ঘাবড়াইয়া যায় এবং তাঁহাকে বলে, 'আপনাকে ছাড়া আমাদের কাজ কেমন করিয়া চলিবে?' ইহা স্বরাজ নহে। আসল স্বরাজ তখন হইবে, যখন পণ্ডিত নেহরু মুক্ত হইতে চাহিলে লোকেরা তাঁহাকে বলিতে পারিবে, 'হাঁ, নিশ্চয়ই আপনি মুক্ত হইতে পারেন। আপনি আজ পর্যন্ত খুব সেবা করিয়াছেন। এখন ছুটি লইবার অধিকার আপনার আছে।'

শাসন-ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ

আমাদের এইসব কাজ করিতে হইবে। যে-রাজ্যসত্তা, রাষ্ট্র-চালনার যে-কর্তৃত্ব দিল্লীতে জড় হইয়া রহিয়াছে তাহা গ্রামে-গ্রামে বাঁটিয়া দিতে হইবে। আমরা পরমেশ্বরের ভক্ত তাই পরমেশ্বরেরই উদাহরণ দিতেছি। ঈশ্বর যদি তাঁহার সমস্ত বুদ্ধি কেবল বৈকুণ্ঠেই জমা রাখিতেন এবং কোন প্রাণীকে কোন বুদ্ধি না দিতেন, তবে দুনিয়া কিভাবে চলিত? কোন মানুষের কোন বুদ্ধির প্রয়োজন হইলে তাহাকে বৈকুণ্ঠে টেলিগ্রাম করিয়া সেইবুদ্ধির ব্যবস্থা করিতে হইত। যখন আপনাদের মন্ত্রীদেরই বিমানে চড়িয়া এত ছুটাছুটি করিতে হয়, তখন ভগবানকে কতই-না ছুটিতে হইত? কিন্তু ভগবান খুবই সুন্দর ব্যবস্থা করিয়াছেন। তিনি সকলকেই বুদ্ধি বাঁটিয়া দিয়াছেন। মানুষকে যেমন বুদ্ধি দিয়াছেন, তেমন ঘোড়া,

গাধা, সাপ, বিছা, পোকামাকড় প্রভৃতি সকলকেই বুদ্ধি দিয়াছেন। বুদ্ধির ভাণ্ডার কোনও এক জায়গায় জমা করিয়া রাখেন নাই। এইজন্যই বলা হয় যে, ভগবান নিশ্চিন্ত হইয়া ক্ষীর-সমুদ্রে নিদ্রা যাইতেছেন। আমাদের মন্ত্রীরা কি এইভাবে নিদ্রা যাইতে পারেন ? ভগবান এমন গভীর নিদ্রায় রহিয়াছেন যে, তিনি আছেন কি নাই তাহাও বুঝা যায় না। আমাদের কোন-কোন ভাই বলেন, 'তিনি নাই। কারণ তিনি তাঁহার কর্তৃত্ব চালান না।' আসলে তিনি এত ক্ষমাশীল যে, তাঁহাকে কেহ মানুক বা না-মানুক তিনি নিশ্চিন্ত হইয়া ঘুমাইতেছেন। খাঁটি স্বরাজ ত তখনই হইবে যখন দিল্লীর লোকেরা নিশ্চিন্তে ঘুমাইতে পারিবে। দিল্লীতে ত ক্ষীর-সমুদ্র আছেই। যখন সেখানে আমাদের প্রধানমন্ত্রী নিশ্চিন্তে ঘুমাইয়া থাকিতে পারিবেন তখনই বুঝিব খাঁটি স্বরাজ আসিয়াছে। এখন ত শুনিতে পাই আমাদের প্রধানমন্ত্রী আঠার ঘণ্টা জাগিয়া থাকেন। তাহা হইলে ইহা কেমন স্বরাজ ?

কিছুদিন আগে কর্তৃত্ব ছিল লণ্ডনে। এখন পার্শ্বেল হইয়া উহা দিল্লীতে আসিয়াছে। ইহা ত পরম দয়া। কিন্তু পার্শ্বেল দিল্লীতেই আটকাইয়া গিয়াছে। ইহাকে গ্রামে-গ্রামে পৌছাইয়া দিতে হইবে। এইকাজ করিতে হইবে। ইহার নাম শাসন-বিভাজন। এখন শাসনের যে-কেন্দ্রীকরণ (অর্থাৎ রাজধানী হইতে শাসন পরিচালনা) হইয়াছে তাহার বদলে শাসনের বিভাজন করিতে হইবে আর প্রত্যেক গ্রামে শাসনের অধিকার বাঁটিয়া দিতে হইবে। যখন গ্রামের সমস্ত লোক রাজ্যশাস্ত্রে জ্ঞানলাভ

করিবে এবং গ্রামের লোক কখনও ঝগড়া-ঝাঁটি করিবে না, তখনই রামরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইবে।

এইসব কাজ আমাদের করিতে হইবে। আর এইজন্যই ভূদানযজ্ঞ আরম্ভ হইয়াছে। আমি গ্রামবাসীদের বলি, 'গ্রামের অবস্থার পরিবর্তন করিবার জন্য সকলে কোমর বাঁধিয়া প্রস্তুত হও। তোমাদের গ্রামে ভূমিহীন কেহ থাকিলে তাহাকে জমি বাঁটিয়া দাও। জমি কোথা হইতে দিবে? অন্য গ্রাম হইতে জমি লইয়া আসিবে কি? না, নিজের গ্রামের জমি যাহা রাহিয়াছে উহা হইতেই ভূমিহীনকে দিতে হইবে। গ্রামে-গ্রামে শিল্প গড়িতে হইবে। তোমাদের সংকল্প করিতে হইবে যে, বাহিরের কাপড় কেহ খরিদ করিবে না এবং গ্রামে কাপড় তৈয়ারী করিয়া তাহাই পরিবে।' আমি মনে করি, বাহিরের কাপড় যে পরে সে উলঙ্গই (নেংটা) থাকে। আমার সামনে যাঁহারা বসিয়া আছেন তাঁহারা সকলেই বাহিরের কাপড় পরিয়া আছেন। কাজেই তাঁহারা নেংটাই রহিয়াছেন। বাহির হইতে গ্রামবাসীরা কাপড় না পাইলে প্রথমে ছেঁড়া কাপড় পরিবে, তাহার পর পরিবে নেংটি, অবশেষে নেংটা থাকিবে। কারণ কাপড় তৈয়ারী করার বিদ্যা তাহাদের জানা নাই।

এইসব কাজ সরকারী আইনের দ্বারা হইতে পারে না। কেহ-কেহ জিজ্ঞাসা করেন, ভূদানের কাজ বিনোবাকে কেন করিতে হয়, সরকার কেন জমি বাঁটিয়া দেয় না? সরকার জমি বাঁটিলে গ্রামরাজ্য হইবে না, দিল্লী-রাজ্য হইবে। লণ্ডন-রাজের বদলে দিল্লী-রাজ আসিয়াছে। আমরা চাই দিল্লী-রাজের বদলে গ্রামরাজ আসুক্। আমার ক্ষুধা মিটাইবার

জন্য আমাকেই খাইতে হয়। অন্যকেহ আমার হইয়া খাইলে তাহাতে আমার পেট ভরে না। কাজেই আমাদের রাম-রাজ্যের জন্য আমাদিগকেই ভূদান করিতে হইবে। অন্যে উহা করিয়া দিতে পারে না। আজ যেমন দিল্লীতে বসিয়া লোকেরা ভাবেন, কোন্ জিনিস বাহির হইতে আনিবেন আর দেশের কোন্ জিনিস বাহিরে পাঠাইবেন, সেইরূপ গ্রামের লোকেরাও ভাবিবেন, গ্রামে কোন্ জিনিস বাহির হইতে আসিবে ও গ্রামের কোন্ জিনিস বাহিরে যাইবে। আজ ত যে যার মর্জিমত বাহিরের জিনিস খরিদ করে। এইরূপ আর চলিবে না। কি করিতে হইবে তাহা গ্রামের সকলে মিলিয়া আলোচনা করিয়া ঠিক করিবে। গুড়ের প্রয়োজন হইলে গ্রামবাসী ঠিক করিবে—এই বৎসর গ্রামে গুড় হইতে পারে না, সুতরাং এক বৎসরের জন্য বাহির হইতে গুড় কেনা হউক্। এবং তাহারা গ্রামের দোকানের মারফৎ তাহা কিনিবে। গ্রামের লোকেরা বাহিরের গুড় গ্রামের দোকান হইতে এক বৎসরের জন্য কিনিবে, তারপর গ্রামেই আখের চাষ করিয়া আগামী বৎসরের জন্য গ্রামের গুড় তৈয়ারী করিয়া লইবে। সেইগুড়ও গ্রামের দোকান হইতেই বিক্রয় করা হইবে।

এইভাবে সমস্ত গ্রামবাসী একহৃদয় হইয়া চিন্তা করিবে। গ্রামে পাঁচশত লোক থাকিলে এক হাজার হাত থাকে, এক হাজার পা থাকে আর বুদ্ধি থাকে পাঁচশত। কিন্তু হৃদয় থাকিবে মাত্র একটি। গীতার একাদশ অধ্যায়ে বিশ্বরূপ-দর্শনের কথা আছে। বিশ্বরূপ-দর্শনে হাজার হাত, হাজার পা, কাণ, চক্ষুর কথা আছে, কিন্তু তাহাতে এক হাজার হৃদয়ের

কথা নাই। বিশ্বরূপের হৃদয় একটি। সেইরূপ গ্রামেরও হৃদয় হইবে একটি।–পাঁচশত বুদ্ধি থাকিবে, তাহারা আলোচনা করিয়া একটি সিদ্ধান্ত করিবে। ইহাই সর্বোদয়ের পরিকল্পনা।

সর্বোদয় কাহারা করিবে

আপনারাই এখন বলুন, সর্বোদয়ের কাজ আপনারা করিবেন, না রাজধানীবাসী বা দিল্লীবাসীরা করিবে? এই কথা ঠিক যে, আপনারা যে-পরিকল্পনা করিবেন তাহাতে রাজধানীবাসীরা বা দিল্লীবাসীরাও সাহায্য করিবে। কিন্তু আপনাদের গ্রামের পরিকল্পনা ত আপনাদেরই করিতে হইবে। আপনারা গ্রামে-গ্রামে যাইয়া এই কথা বুঝাইয়া দিলে চাষীরা উহা বুঝিবে। এই কথা বুঝিবার মতো বুদ্ধি চাষীদের আছে। তখন আপনাদের এক একর, দুই একরের দান মিলিবে না। এক একটি গ্রাম বলিবে, 'আমরাই গ্রামের ভূমিহীনদের সমস্যা মিটাইয়া লইতেছি। গ্রামের ভূমিহীন ও অল্প ভূমিবানদের প্রয়োজন অনুসারে জমি বাঁটিয়া দিতেছি।' আপনারা এইভাবে সকলের দস্তখতযুক্ত দানপত্র এই অঞ্চলের ভূদান সমিতির আফিসে পৌঁছাইয়া দিন্ এবং সমস্ত জমি গ্রামের করিয়া দিন্। তাহা হইলে আপনাদের গ্রামে কেহ ভূমিহীন থাকিবে না। ইহার পর কোন ভূমির মালিক থাকাও উচিত হইবে না। আপনারা এইকথা ভাবুন। আমি জানি এইকাজ সহসা হইবে না। সেইজন্য সঙ্গে-সঙ্গে খাঁদি ও গ্রামোদ্যোগের কাজও আরম্ভ করিয়া দিতে হইবে।

পাঁচলক্ষ গ্রামে রামরাজ্য

এইসব কাজ করিতে কিছু সময় লাগিবে। কিন্তু বেশী

সময় লাগিবে না। এক গ্রামে এক বৎসর সময় লাগিলে, ভারতের পাঁচলক্ষ গ্রামে কত সময় লাগিবে—এই প্রকার ত্রৈরাশিক হিসাব এখানে প্রযোজ্য নহে। এক গ্রামে যখন আম পাকা সুরু হয় ভারতের পাঁচলক্ষ গ্রামেও প্রায় তখনই আম পাকিতে আরম্ভ করে। সেইরূপ একটি গ্রামে গ্রামরাজ্য প্রতিষ্ঠা করিতে যত সময় লাগিবে সেইসময়ের মধ্যেই ভারতের পাঁচ-লাখ গ্রামেও রামরাজ্য হইয়া যাইবে। যদি গ্রামে-গ্রামে যাইয়া এই বিচার বুঝাইয়া দিতে থাকেন, তাহা হইলে এখনকার মতো লাখ-দুইলাখ একর ভূমিপ্রাপ্তির দরিদ্র কল্পনায় আপনাদের মন উঠিবে না। আপনারা তখন কোটি-কোটির ভাষায় কথা বলিবেন।

তিনটি সূত্র

আপনাদের কাছে যে-বিচার উপস্থিত করিয়াছি তাহা সূত্রাকারে উপস্থিত করিয়াছি। প্রথম কথা হইল—কেন্দ্রীয় স্বরাজ। দ্বিতীয় কথা বিভাজিত স্বরাজ। তৃতীয় কথা রাজ্যমুক্তি অর্থাৎ শাসনমুক্তি বা রামরাজ্য। ইহাকে রামরাজ্য বলা হইবে কি অরাজ্য বলা হইবে তাহা প্রত্যেকের মর্জির উপর নির্ভর করে। ঈশ্বর নাই—এ কথাও বলা যায়, আবার ঈশ্বর ক্ষীরসাগরে নিদ্রিত আছেন—ইহাও বলা যায়। কিন্তু ঈশ্বর ঘর্মাক্ত কলেবরে কাজ করিতেছেন—ইহা বলা যায় না। হয় ঈশ্বর নাই নতুবা তিনি অকর্তা হইয়া বসিয়া আছেন। ঈশ্বর কাজ করেন এবং সকলের উপর নিজের কর্তৃত্ব চালান—এইরূপ হইতে পারে না। এই তত্ত্বজ্ঞান, এই ব্রহ্মবিদ্যা আমাদের দেশে অনুশীলন করিতে হইবে।

পরস্পরাবলম্বন

আমার আবেদন, আপনারা সকলে ভাই-ভাই হইয়া উৎসাহ সহকারে কাজে লাগিয়া পড়ুন। কেহ-কেহ বলেন, বিনোবাজীর পরিকল্পনা পরস্পরাবলম্বনের পরিকল্পনা নহে, তাঁহার পরিকল্পনা স্বাবলম্বনের। তাঁহারা উহা স্বীকার করেন যে, বিনোবাজীর পরিকল্পনা পরাবলম্বনের নহে। তাঁহারা পরস্পরাবলম্বন চাহেন এবং আমিও উহাই চাই। আজ আমি যে দুধ খাইয়াছি তাহা কি নিজে দুহিয়া লইয়াছি? আপনারাই তাঁহার জন্য সমস্তরকম বন্দোবস্ত করিয়া দিয়াছেন। বিনোবার পক্ষে যে-সেবা করা সম্ভব তিনি তাহা করিয়া যান এবং লোকেরা তাঁহার জন্য সমস্ত ব্যবস্থা করেন। কিন্তু পরস্পরাবলম্বন দুই প্রকারের। অন্ধ ও খঞ্জের মধ্যেও পরস্পরাবলম্বন সম্ভব। অন্ধ দেখিতে পায় না, কিন্তু চলিতে পারে; খঞ্জ চলিতে পারে না, কিন্তু দেখিতে পারে। এইজন্য এই দুইজনের পরস্পরাবলম্বন হইতে পারে। খঞ্জ অন্ধের স্কন্ধে আরোহণ করিয়া দেখার কাজ করিবে এবং অন্ধ খঞ্জকে স্কন্ধে লইয়া চলার কাজ করিবে। আপনারা কি এইভাবে সমাজে কিছুলোককে অন্ধ আর কিছু লোককে খঞ্জ রাখিয়া তাহাদের পরস্পরাবলম্বন চাহেন? আমিও পরস্পরাবলম্বন চাই। কিন্তু তাহা হইবে চক্ষুষ্মান্ ও সুস্থপদের পরস্পরাবলম্বন। তাহারা হাতে হাত মিলাইয়া পরস্পর একসঙ্গে চলিবে। আমি চাই যোগ্যতমের পরস্পরাবলম্বন।

ইহা ঠিক যে, যাবতীয় জিনিস একই গ্রামে হইতে পারে না। এক গ্রামের সঙ্গে অন্য গ্রামের এবং গ্রামের সঙ্গে শহরের

সহযোগিতা প্রয়োজন। কিন্তু আমি চাই না যে, শহর হইতে ধান ভানিয়া, আটা পিষাইয়া ও চিনি তৈয়ারী করিয়া গ্রামে আনা হউক। এই সমস্ত জিনিস ত গ্রামেই তৈয়ারী হইতে পারে। গ্রামে চশমা, থার্মমিটার, লাউড্‌স্পীকারের মতো জিনিসের প্রয়োজন হইলে তাহা শহর হইতে আনিতে হইবে। আজ গ্রামবাসীর শিল্প শহরবাসীরা করে। গ্রামে যে কাঁচামাল তৈয়ারী হয়, তাহা হইতে পাকামাল গ্রামেই তৈয়ারী হইতে পারে। কিন্তু বর্তমানে যন্ত্রের সাহায্যে কাঁচামাল পাকা করিবার কাজ শহরে হইতেছে। আর অন্যদিকে বিদেশ হইতে যে-মাল শহরে আসে তাহা বন্ধ করিবার চেষ্টা হয় না। আমি চাই গ্রামের শিল্প গ্রামে চলুক আর বিদেশ হইতে যেসব মাল দেশে আসে তাহা বন্ধ করিবার জন্য সেইসব মাল শহরে তৈয়ারী হউক। গ্রামের শিল্প লুপ্ত হইয়া গেলে কেবল গ্রামের উপরই নহে, শহরের উপরও বিপদ আসিবে। একদিকে গ্রামের বেকারেরা শহরের উপর হামলা করিবে, অন্যদিকে বিদেশী মালের আক্রমণ ত চলিতেই থাকিবে। আর এই দুই আক্রমণের মধ্যে শহরবাসীরা পিষ্ট হইবে। আমাদের পরিকল্পনায় গ্রাম ও শহরের এমন সহযোগিতা হইবে যাহাতে গ্রামবাসী নিজেদের শিল্প গ্রামে চালাইতে পারে এবং শহরবাসী বিদেশ হইতে আমদানী করা জিনিস শহরে তৈয়ারী করিয়া লয়। তখনই হইবে পূর্ণের সহযোগ।

কোটিপাম (শ্রীকাকুলম্)

অন্ধ্র, ৯. ৮. ৫৫

[দুই]

গত ছত্রিশ বৎসর ধরিয়া ভারতবর্ষে খাদির কাজ চলিতেছে। প্রথম হইতে আজ পর্যন্ত এইকাজের সঙ্গে আমার পূর্ণ পরিচয় রহিয়াছে। আমার জীবনের অনেক বৎসর সূতাকাটা, কাপড় বোনা ইত্যাদি প্রতিটি কাজে কাটিয়াছে। এইসমস্ত কাজ আমরা সকলেই করিয়াছি। আমাদের ছেলেরা করিয়াছে, আমাদের সাথীরাও করিয়াছে। আমাদের চেষ্টা ছিল গ্রামে পুরাপুরি খাদি চলুক এবং বাহির হইতে কাপড় না আসুক্। এইচেষ্টা প্রত্যেক প্রদেশের দশ-বিশটি গ্রামে হইয়াছে। কিছু-দূর পর্যন্ত এইকাজ চলিয়াছিল তারপর থামিয়া যায়। কারণ ইহার জন্য যে-বুনিয়াদ দরকার ছিল তাহা গড়া হয় নাই। দেশের লোকেরা যদি এইকথা স্বীকার করিয়া লয় যে, যেমন ঘরে-ঘরে খাদ্যশস্য উৎপন্ন করা হয় তেমনই ঘরে-ঘরে কাপড়ও তৈয়ারী হউক, তবেই ইহার ভিত্তি প্রস্তুত হইতে পারে।

ঘরে-ঘরে খাদি

আপনারা বলিয়াছেন যে, এইগ্রামে কয়েকটি পরিবার ছাড়া সকলেই খাদি পরেন। আমরা যে-সমাজ রচনা করিব সেখানে এক-একটি গ্রাম এক-একটি পূর্ণ পরিবারে পরিণত হইবে। এখন পর্যন্ত এইকাজ আমরা করিতে পারি নাই। সকল কাজেরই এক-একটি বিশেষ লগ্ন থাকে। ঈশ্বরই বিধানকর্তা। তাঁহার ইচ্ছাতেই ঘটনা ঘটে। কিন্তু আমাদের চেষ্টা কখনও শিথিল হয় নাই। এখন পর্যন্ত নিরবচ্ছিন্ন চেষ্টা চলিতেছে। আজ তিন-চারি বৎসর ধরিয়া আমরা ভাবিতেছি যে, গ্রামে-গ্রামে, ঘরে-ঘরে যেমন চাষ হয়, তেমনই প্রতিগ্রামে, প্রতিঘরে

কেমন করিয়া খাদি হইবে। খাদি-ভাণ্ডারে যে-খাদি পাওয়া যায় তাহাতে আমাদের কাজ হইবে না। লোকেরা ক্ষেতে কাজ করিয়া অবসর সময়ে নিজ ঘরে যে-খাদি উৎপাদন করিবে আমাদের প্রয়োজন সেই খাদির। গ্রামে যখন স্বরাজ হইবে কেবল তখনই ইহা সম্ভব হইবে।

সরকার মিলের নিয়ন্ত্রণ করিলে এবং লোকেদের কিছু উৎসাহ দিলে এই কাজ সহজ হইতে পারে। কিন্তু সরকারের প্রথমে এইরূপ সাহস হয় নাই। তাঁহারা বলিতেন, 'লোকেরা যখন সম্মত নহে, তখন এইকাজ কেমন করিয়া সম্ভব?' যাঁহাদের ইহাতে বিশ্বাস নাই এবং যাঁহারা সরকারী চাকুরী করেন তাঁহারা এই যুক্তিই দেখাইয়া থাকেন। স্বাধীনতার পর গত কয়েক বৎসরের অভিজ্ঞতা হইতে দেখা যাইতেছে যে, বেকার-সমস্যা বাড়িয়াই চলিয়াছে। সরকার এখন বুঝিতে পারিতেছেন যে, খাদি উৎপাদনে উৎসাহ দিতে হইবে। সরকার যে এখন এইদিকে অগ্রসর হইতেছেন ইহা সুখের কথা। কারণ বিষয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। লোকে যেমন ঘরে ভাত রাঁধে, তেমনই নিজের বাড়ীতে খাদিও তৈয়ারী করিবে। খাদিকেও নিজের জীবনের অঙ্গ করিয়া লইবে। ইহা কেবল সরকারের চেষ্টায় হইবে না। সরকার ত চাহেন যে, সকল শিশুর লালন-পালন ঠিকভাবে হউক। কিন্তু মাতা-পিতার সাহায্য ছাড়া উহা কেবল সরকারের চেষ্টায় হইতে পারে না। কোনকিছুকে জীবনে গ্রহণ করা, কোন সিদ্ধান্ত করা, কোন সংকল্প লওয়া—ইহা জনগণের কাজ। সরকার সেই সংকল্পে কেবল কিছু উৎসাহ দিতে পারেন। দিলে ভালই। আর সরকার তাহা দিতেছেনও বটে।

কিন্তু মনে করুন সরকার কোন সাহায্য করিলেন না বরং বিরোধই করিলেন, সেইক্ষেত্রেও জনসাধারণ যে-সংকল্প করে তাহা জনশক্তিদ্বারা পূর্ণ হয়ই।

আমরা প্রথম হইতেই এই বিশ্বাস পোষণ করিতেছি যে, লোকশক্তি ছাড়া সরকারের অন্যকোন স্বতন্ত্র শক্তি নাই। জনগণই মালিক, সরকার চাকর। মালিক অপেক্ষা ভৃত্যের শক্তি কি করিয়া বেশী হইবে? যাঁহারা মনে করেন যে, সরকারের শক্তি বিরাট, সরকার ক্রান্তিকারী (বৈপ্লবিক) পরিবর্তন আনিতে পারেন, তাঁহারা মালিক অপেক্ষা চাকরকেই বেশী মূল্য দেন। কিন্তু তাহা ঠিক নহে। আপনাদেরই শক্তি বিরাট এবং তাহা আত্মাতে নিহিত রহিয়াছে।

জন-সংখ্যার জুজু

ভারতে জন-সংখ্যা বেশী, জমি কম এবং তাহা বাড়ানো যায় না—এইকথা আমাদিগকে বুঝিতে হইবে। এইজন্য জমির কাজ হইতে গ্রামবাসীর সম্পূর্ণরূপে ভরণ-পোষণ হইতে পারে না। অন্য শিল্প ছাড়া সংকুলান সম্ভব নহে। যন্ত্র-শক্তি ইহাতে কোন সাহায্য করিতে পারে না, কিন্তু বিজ্ঞান করিতে পারে। বিজ্ঞান এক জিনিস আর যন্ত্র অন্য জিনিস। যন্ত্রদ্বারা কৃষির কাজ অনেক তাড়াতাড়ি হইতে পারে। কিন্তু এইদেশে চাষের কাজে যন্ত্র প্রবেশ করিলে বেকার বাড়িবে, কমিবে না। সুতরাং বুঝিতে হইবে যে, যন্ত্রদ্বারা বেকার সমস্যার সমাধান হইবে না।

ভগবান যেমন প্রত্যেককে একটি মুখ দিয়াছেন, তেমনই সঙ্গে-সঙ্গে দুইটি হাতও দিয়াছেন। তবু বেকারীর সমস্যা

রহিয়া গিয়াছে। যদি তিনি দুইটি মুখ এবং একটিমাত্র হাত দিতেন তবে কি অবস্থা হইত তাহা ভাবিবার বিষয়। আমরা প্রায়ই বলি ঘরে পাঁচটি মুখ আছে। ঘরে পাঁচটি মুখ থাকিলে দশটি হাতও ত আছে! বড়-বড় লোকেরা ইহা বুঝেন না। তাঁহারা বলেন লোক-সংখ্যা না কমিলে ভারতের উন্নতি নাই। এই ধারণা প্রচারের মূল পাশ্চাত্য দেশে। আসলে ইংলণ্ডের জন-সংখ্যা খুব বেশী। ইংলণ্ডের তুলনায় বরং ভারতে জন-সংখ্যা কম। কিন্তু তাঁহারা মনে করেন ভারত খুব দরিদ্র দেশ এবং সেখানে জন-সংখ্যাবৃদ্ধি এক ভয়ানক ব্যাপার। এইভাবে ভারতে জন-সংখ্যারূপী এক জুজুর ভয় সৃষ্টি করা হইয়াছে। লোকেরাও এ বিষয়ে চিন্তা করে, ইহার চর্চা করে এবং সেইকথাই বলে।

কয়েকদিনের কথা। একজন আমেরিকান ভগিনী আমাদের পদযাত্রায় সাথী ছিলেন। পাঁচ-ছয় দিন হইল তিনি চলিয়া গিয়াছেন। তিনি অন্যদেশের এক কলেজের অধ্যাপিকা। এখন আমেরিকায় ফিরিয়া যাইতেছেন। ভারতে এরূপ লোক প্রায়ই আসেন। আর এখন ত এইদেশে আসিয়া ভূদান দেখা একটা 'ফ্যাশন' হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ইনি নানাবিষয়ে পড়া-শুনা করিয়াছেন। জাতিভেদ ভারতের এক কঠিন সমস্যা। আরেকটি কঠিন সমস্যা দারিদ্র্য ও জন-সংখ্যাবৃদ্ধি। বাহিরের কোন ভগিনী আসিলেই স্বভাবত তাঁহার চারিপাশে ছেলে-মেয়েদের দল জুটিয়া যায়। ইনি আমাকে প্রশ্ন করিলেন, 'আমি আপনার সঙ্গে ঘুরিতে গিয়া দেখিয়াছি এখানে শিশু অনেক। ভারতের জন-সংখ্যা এভাবে বাড়িয়া চলিলে কেমন হইবে?'

আমি ভাবিলাম যে, এই ভ্রান্ত-ধারণা ইঁহার মনে থাকিয়া যাইবে এবং জানি না আমেরিকায় যাইয়া তিনি কি শুনাইবেন !

আমি যেসব গ্রামে যাই তাহার লিখিত তথ্য আমার কাছে থাকে। গোটাদশেক গ্রামের তথ্য আমি তাঁহাকে দিলাম। দেখা গেল ঘরপ্রতি খুব বেশী ধরিলে একটি করিয়া শিশু পড়ে। আমাদের সামনে ত এই প্রশ্ন উঠে যে, এত কম সন্তান দিয়া কি করিয়া কাজ চলিবে। কম লোক দিয়া কাজ চালানোও অভ্যাস-সাপেক্ষ। প্রায় প্রতিঘরে একটি করিয়া পুরুষ, সওয়াজন নারী ও এক বা সওয়াজন শিশু এই হারে লোক রহিয়াছে। অর্থাৎ সমস্ত মিলাইয়া প্রতি পরিবারের জন-সংখ্যা হয় সাড়ে তিন। পরিবার প্রতি জন-সংখ্যার হার পাঁচ। ঐ অঞ্চলে সাড়ে তিন। কাজেই এখানে বহুসন্তানের সমস্যা নাই। যেখানে প্রতি পরিবারে জন-সংখ্যার হার পাঁচ, সেখানেও সন্তানের সমস্যা নাই। আর যতদিন প্রতি মানুষের একটি করিয়া মুখ ও দুইটি করিয়া হাত থাকিবে ততদিন জন-সংখ্যা লইয়া কোন প্রশ্নই উঠিতে পারে না।

রাষ্ট্রনেতাদের দুর্ভাবনা—জন-সংখ্যা এত বাড়িতেছে যে অবস্থা ভয়ানক হইয়া দাঁড়াইতেছে। সৈন্যসংখ্যা বাড়িলে সেনাপতি খুশি হন। সৈন্যদলে সিপাহীর সংখ্যা বেশী দেখিলে তিনি দুঃখিত হন না। আর অর্বাচিনেরা দুঃখ করে যে, আমাদের দেশে জনসংখ্যা বাড়িতেছে। আমি বহুবার বলিয়াছি আর আজও তাহার পুনরুক্তি করিতেছি যে, পাপই ধরিত্রীর বোঝাস্বরূপ ; ধর্মের সন্তান কখনও তাঁহার বোঝা নহে। সন্তানের জন্ম পাপ হইতেও হয় আবার পুণ্য

হইতেও হয়। সন্তানের জন্ম পাপ পথে রোধ করা যায়, আবার পুণ্য পথেও করা যায়। পাপকর্মই পৃথিবীর ভারস্বরূপ।

পৃথিবীতে যাহা উৎপন্ন হয় তাহার পোষণের ব্যবস্থাও পৃথিবীতেই রহিয়াছে। তাহারা পৃথিবীর ভারগ্রস্ত হয় না—যাহা উৎপন্ন হয় তাহা যদি পৃথিবী ফিরিয়া পায়। মলমূত্রের ব্যবহার ঠিক মতো হওয়া চাই। তবেই পৃথিবী সাররূপে ইহা ফিরিয়া পাইতে পারে। জীবজন্তুর হাড় প্রভৃতি জমিতে ভাল-ভাবে দেওয়া চাই। জঙ্গলের পাতা প্রভৃতি বাতাসে উড়িয়া যায় তাহাও ব্যবহার করা যাইতে পারে। এইভাবে পৃথিবী যদি সমস্ত জিনিস ফিরিয়া পায় তাহা হইলে মানুষের সংখ্যা বাড়িলেও পৃথ্বীমাতার উহা ভারস্বরূপ হইতে পারে না। এইজন্য অবশ্যই আমাদিগকে পরিশ্রম করিতে হইবে। যতদিন না আপনারা প্রয়োজনীয় জিনিস নিজেরা উৎপন্ন করিবার ব্রত গ্রহণ করেন, ততদিন কোন সরকারই আপনাদের জন্য কোন ব্যবস্থা করিতে পারিবে না।

গ্রামবাসী তখনই সুখী হইবে যখন তাহারা 'সীতারাম, সীতারাম' জপ করিবে। সীতা হইলেন 'ক্ষেতি' বা চাষ এবং রাম হইলেন 'গ্রামোদ্যোগ' বা গ্রাম-শিল্প। সকলে মিলিয়া চাষ করিতে হইবে। ক্ষেত হইবে সকলের। সন্তান মায়ের সেবক হইতে পারে, কিন্তু মালিক হইতে পারে না। আমরা মাটি-মার সন্তান, মালিক নহি। কেহ কেহ বলেন, একা মালিক হওয়া যায় না বটে, কিন্তু সকলে মিলিয়া মালিক হইতে দোষ কি? আমি বলি, যেমন এক ছেলে মায়ের একা মালিক হইতে পারে না—তেমনই সকলে মিলিয়াও মায়ের মালিক হইতে পারে না।

জমির মালিকানা ভগবানের। আর সেবা করা কেবল সন্তানের অধিকারই নহে, আমাদের সকলের কর্তব্যও।

কেহ-কেহ আমাদের বলেন যে, জমি খণ্ড-খণ্ড করা উচিত নহে। যাহাদের জমি দেওয়া সম্ভব তাহাদের পর্যাপ্ত পরিমাণে জমি দিয়া অবশিষ্ট লোকদের অন্যকোন কাজ দেওয়া যাইতে পারে। আমি ইতিপূর্বেই বলিয়াছি, গ্রামোদ্যোগ হইল রাম আর ক্ষেতি হইল সীতা। দুইয়ে মিলিয়া ভাল হয়। গ্রামোদ্যোগ একান্ত প্রয়োজন। উহা ব্যতীত কেবল কৃষিকাজে অভাব মিটিতে পারে না। আমরা এমনভাবে ভাগ করিতে পারি না যে, রাম থাকিবেন অযোধ্যায় আর সীতা মথুরায়। দুইজনেই একসঙ্গে থাকিবেন। এইরূপ হইতে পাবে না যে, কিছু লোক জল পাইবে, কিছুলোক ভাত এবং কিছুলোক দুধ। যে জল পাইবে সে ভাত পাইবে না, যে ভাত পাইবে সে জল পাইবে না, অথবা এই দুইটির একটি যে পাইবে সে দুধ পাইবে না। এইরকম ব্যবস্থা হইতেই পারে না। সকলেরই জল, ভাত, দুধ পাওয়া চাই। আমার বক্তব্য এই যে, এই তিনটি জিনিস সকলেরই পাওয়া চাই। জমি চাষ করিবার, জমির সেবা করিবার সুযোগ প্রত্যেকেরই পাওয়া চাই। জমি যদি মাথা পিছু মাত্র পোয়া একর করিয়া পড়ে তথাপিও। প্রশ্ন ইহা নহে যে, কে কতখানি জমি পাইবে। প্রত্যেকে যদি জমি পায় তবে তাহার সেবাও তাহার করিতে হইবে।

ভূমিসেবার অধিকার

অন্তিম আদর্শ ইহাই হওয়া চাই যে, আমাদের প্রধান-মন্ত্রীও তিন-চারি ঘণ্টা চাষ করিবেন এবং বাকি সময় তিনি

যে-দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছেন তাহা পালন করিবেন। ইহাতে দেশের পবিত্রতা বাড়িবে এবং দেশ রোগমুক্ত হইবে। উচ্চ-নীচ ভাব দূর হইবে। জমির অনেক সেবক পাওয়া যাইবে। সকলের বুদ্ধিমত্তায় দেশ লাভবান হইবে। সকলেই সমানভাবে ধর্ম ও সংস্কৃতির সুযোগ পাইবে। কিছুলোককে চাষ করিতে এবং কিছুলোককে অন্যকাজ করিতে বলা অন্যায়। আমি অভ্যাস করিবার জন্য আটঘণ্টা বয়ন, আটঘণ্টা সূতাকাটা ও আটঘণ্টা করিয়া অন্যকাজও করিয়াছি। আজ আমাকে কেহ যদি আটঘণ্টা কেবল বয়নের কাজ করিতে বলে, তবে আমি উহা করিতে অস্বীকার করিব। আমি বলিব, একটা ঘরে যেখানে হাওয়া ঢোকে না, হাতের কোন ব্যায়াম হয় না আর কোমর ভাঙিয়া যায় সেখানে আটঘণ্টা বন্ধ হইয়া থাকিতে আমি রাজী নহি। চারঘণ্টার জন্য আমার আকাশ-সেবনের সুযোগ, খোলা বাতাস, সূর্যের রশ্মি এবং জমির সেবা করিবার অবকাশ পাওয়া চাই। ইহাতে আমার ন্যায্য অধিকার রহিয়াছে।

আমি মনে করি না যে, চারঘণ্টা কাজ করিলে জমির ফলন কমিবে। কমিলেও আমি কিছুলোককে চাষ হইতে বঞ্চিত করিতে রাজী নহি। যেমন বাক্ স্বাধীনতার অধিকার মানিয়া লওয়া হইয়াছে, বিচার স্বাতন্ত্র্যের অধিকার স্বীকার করিয়া লওয়া হইয়াছে, তেমনই ভাত খাইবার অধিকারও সকলেরই রহিয়াছে। কেহ-কেহ মৌলিক অধিকারের মধ্যে লবণকেও গণ্য করেন। সেইরূপ মানুষমাত্রেরই ক্ষেতে সুন্দর ব্যায়াম করিবার ও ভূমিসেবার সুযোগ লাভ

করিবার অধিকার আছে। কোনও আর্থিক পরিকল্পনাই এই অধিকারে হস্তক্ষেপ করিতে পারে না। এবং এইরূপ প্রস্তাব সম্বন্ধে চিন্তা করিতেও আমি রাজী নহি। ইহা পরমার্থিক অধিকার। কেহ যদি এমন পরিকল্পনা পেশ করেন যে, কিছুলোক ২৪-ঘণ্টা ঘুমাইলে এবং কিছুলোক কাজ করিলে বেশী ভাল হইবে, তাহা হইলে আপনারা কি সেই পরিকল্পনা মঞ্জুর করিবেন ?

ধরুন লোকেরা বলিল, 'আমরা রাত্রিবেলা ষ্টেশনে কাজ করিব না। কেহ অসুখে পড়িলে, কোথাও কোন বিপদ ঘটিলে তখন রাত্রিতে কাজ করিব।' চাকুরী হিসাবে রাত্রে কাজ করিতে সমস্ত মানবসমাজই অস্বীকার করিতে পারে। আপনারা হয়ত ভাবিতেছেন ট্রেণ কেবল দিনে চলিলে রেলের কি অবস্থা হইবে! যেখানেই সন্ধ্যা হইবে, সেখানেই ট্রেণ থামিয়া যাইবে। খুবই অদ্ভুত কথা আপনাদিগকে বলিতেছি —নহে কি? কিন্তু যিনি আত্মার দৃষ্টি দিয়া দেখেন তাঁহার চিন্তা করিবার ধরণ অন্যরকমের হইয়া থাকে। আমাদের অর্থশাস্ত্রও সেইরূপই এক বিশিষ্টরকমের।

আমাদের গ্রাম-সংগঠনে প্রত্যেক মানুষের চাষ করিবার অধিকার থাকিবে। চাষ করিবার পর বাকি সময় অন্যকাজ করিতে পারিবে। কেহ যদি আমাকে বলে, 'তুমি অধ্যাপক হও, ছয়-ঘণ্টা পড়াইবে, পাঁচ হাজার টাকা বেতন পাইবে। কিন্তু চাষ করিবার সুযোগ পাইবে না।' আমি তাহাতে রাজী হইব না। আমি বলিব, 'আমাকে চার-ঘণ্টা চাষ করিতেই হইবে, বাকি সময় আমি শিক্ষকের কাজ করিব

এবং সেইজন্য আমি পয়সা চাই না। চাষের কাজ করিয়া যাহা পাইব তাহাই লইব। আপনার প্রস্তাবিত প্রচুর পয়সায় আমার প্রয়োজন নাই এবং আমি শিক্ষকের মজুরীও চাই না।' আমার দৃঢ় বিশ্বাস সকলে চাষের কাজ করিলে অধ্যাপক ভাল অধ্যাপক হইবেন, ব্যবসায়ী ভাল ব্যবসায়ী হইবেন, উকীল ভাল উকীল হইবেন, সবই ভাল হইবে। সর্বোদয়-দৃষ্টিতে ও সর্বোদয়-বিচারে গ্রাম কেবল স্বাবলম্বীই হইবে না, তাহার পূর্ণ বিকাশও হইবে। ইহাতে প্রত্যেক গ্রামে মানবতার পূর্ণ বিকাশ হইবে আবার পরস্পরের মধ্যে সহযোগিতাও থাকিবে। আমরা চাই পূর্ণের সহযোগ। অপূর্ণ বা অক্ষমের সহযোগ আমরা চাই না। এইজন্যই কেবল চাষ ও গ্রামোদ্যোগ হইতেই পূর্ণ বিকাশের সুযোগ পাওয়া যাইতে পারে।

সকলের শিক্ষা

তৃতীয়ত শিক্ষা সম্বন্ধে কিছু বলিতে চাই। কেবল ব্রাহ্মণই শিখিবে আর সকলে তাহার জ্ঞানের উপর নির্ভর করিয়া থাকিবে—ইহা চলিতে পারে না। জ্ঞানরূপ খাদ্য সকলেরই প্রাপ্য। চাষের কাজ করিবার সুযোগ, বুদ্ধি ও হৃদয়-বিকাশের সুযোগ সকলের জন্যই। এই তিনটি জিনিস প্রতি পরিবারে, প্রতি ঘরে সকলের পাওয়া চাই। ইহা হইলেই গ্রামে-গ্রামে আনন্দ প্রতিষ্ঠিত হইবে। যেমন, তুলসীদাস বলিয়াছিলেন—'গাঁও-গাঁও অস হোঈ অনন্দা'।

এইসব সম্ভব হইবে তখনই যখন আপনারা ইহা ভাল করিয়া বুঝিবেন এবং সকলে এক হইয়া সংকল্প গ্রহণ করিবেন। আপনারা সকলে এক পরিবারভুক্ত হউন। ভূমিকে

সার্বজনীন করিয়া দিন। গ্রামে যত শিশু আছে তাহাদিগকে পৃথক-পৃথক পরিবারের মনে করিবেন না। স্মরণ রাখিবেন, সকলের জন্যই শিক্ষার ভাল ব্যবস্থা করিতে হইবে। আমাদের প্রয়োজনীয় জিনিস আমরা নিজের হাতে প্রস্তুত করিয়া লইব, বাহির হইতে আনিব না। গ্রামেই কাঁচামাল পাকা করিয়া লইব।

বস্ত্রস্বাবলম্বনের সংকল্প

প্রয়োজনীয় জিনিসের মধ্যে কাপড় হইল মধ্যমণি। প্রথম প্রয়োজন খাদ্যের, তাহার পরই বস্ত্রের প্রয়োজন— লোকে এইরূপ বলিয়া থাকে। কিন্তু মানবসংস্কৃতির বিকাশের ফলে কাপড়ের স্থান প্রথম আর অন্নের স্থান দ্বিতীয় হইয়া পড়িয়াছে। আমি তিন-চারি দিন না খাইয়া থাকিতে পারি কিন্তু উলঙ্গ হইয়া এক মুহূর্তও আপনাদের সম্মুখে উপস্থিত হইতে বা বসিতে পারি না। সুতরাং বুঝিতে হইবে কাপড়ের আবশ্যকতা সাংস্কৃতিক। শীত হইতে রক্ষার ও রৌদ্র হইতে বাঁচিবার জন্যই যদি কাপড়ের শারীরিক প্রয়োজনমাত্র হইত তাহা হইলে বস্ত্রের স্থান হইত দ্বিতীয় ও অন্নের স্থান হইত প্রথম। কিন্তু অবস্থা এমন হইয়াছে যে, মৃতদেহেরও কাপড়ের দরকার হয়। মৃত্যুর পর খাদ্যের আবশ্যকতা কি কেহ কল্পনা করিতে পারে? সাংস্কৃতিক দৃষ্টিতে কাপড় উচ্চস্থান অধিকার করিয়া বসিয়াছে। অতএব যে-গ্রাম বস্ত্রে পরাধীন সেখানে সুখের আশা স্বপ্নাতীত।

আপনাদের এই সংকল্প করিতে হইবে যে, সারা দুনিয়ায় যদি মিল চলে, গ্রামে কাপড় সস্তা আসে, কাপড় যদি বিনা

মূল্যেও পাওয়া যায় এবং বাহিরের কাপড় লইলে দুই আনা বক্‌শিস্‌ পাওয়া যায়, তবুও আপনারা নিজ গ্রামে নিজ হাতে প্রস্তুত করা কাপড়ই পরিবেন। স্বাবলম্বী হইলে তবেই বিকাশ হইবে। ভগবানের কাছে প্রতিজ্ঞা করুন—এই বিষয়ে আমরা পরাধীন থাকিব না।

গ্রামে-গ্রামে ঘরে-ঘরে স্বরাজ

পাশাপাশি পঞ্চাশটি গ্রামে যখন সর্বোদয়ের কাজ চলিবে, তখনও আমি এই কথাই বলিব। আমি চাই, গ্রামে-গ্রামে এইকাজ চলুক, গ্রামে লক্ষ্মীবৃদ্ধি হউক। গ্রাম সুখী হউক আর সেইসঙ্গে স্বাধীন হইয়া উঠুক। আমরা বলি, দেশ স্বাধীন হইয়াছে। যে ভারী বোঝাটি ছিল তাহা অপসৃত হইয়াছে। ইহা খুবই বড় কথা সন্দেহ নাই। কিন্তু ইহাতেই-যে আমরা স্বাধীন হইয়া গিয়াছি, তাহা নহে। স্বাধীনতা হয় আত্মার। ইহা মানসিক। কিন্তু আজও সমস্ত কথায় আমরা সরকারের মুখের দিকেই চাহিয়া থাকি। যখন পরাধীন ছিলাম তখন যাইতাম প্রিভি-কাউন্সিলে, আজ যাই দিল্লীতে।

স্বরাজ তখনই হইবে যখন প্রথম 'কোর্ট' হইবে গ্রাম এবং শেষ কোর্ট হইবেন পরমেশ্বর। আপনারা গ্রামে ঝগড়া করিতে পারেন আর তাহা কি গ্রামে মিটাইতে পারেন না? ঝগড়া মিটাইবার জন্য আমরা কেন তাহার কাছে যাই যে ঝগড়াটে বলিয়া খ্যাত? বেকারীর জন্য চুরি হয়। আদালতে চোরকে সাজা দেওয়া হয় ন্যায় বিচারের নামে! কিন্তু আসলে বিচার করে কাহারা?—যাহারা বেকার, যাহারা উৎপাদনের কোন কাজ করে না এবং মোটামোটা বেতন বা 'ফিস্‌' লয়। তাহারা

ত দুনিয়ার বোঝাস্বরূপ। জেলার ন্যায়াধীশ, উকীল, ইহারা সকলেই বেকার। আমরা ঝগড়া না করিলে ইহাদের কোন কাজই থাকিবে না। আমাদের ঝগড়া তাহাদের কাছে লইয়া গিয়া কেবল বেকারের সংখ্যাই বাড়াইতেছি। আর সেখানে গেলে ন্যায় পাওয়া যায়--এই ধারণাও একটি ভ্রম।

গ্রামের ঝগড়া আমরা যখন বাহিরে লইয়া যাইব না, তখন উহা হইবে গ্রামরাজ্য। গ্রামে যখন কোন ঝগড়াই হইবে না, তখন উহা হইবে রামরাজ্য। ঝগড়া শহরে লইয়া যাওয়া গোলামি। আমাদের মাত্র এইটুকু পরিবর্তনই হইয়াছে যে, এখন লণ্ডনে না গিয়া দিল্লীতে যাইতে হয়! তাহাতে এমন তফাৎ বেশী কিছু হয় নাই। পিপাসিতকে যদি বলা হয় যে, পাঁচ মাইল দূরে জল ছিল এখন এক মাইল দূরে আসিয়াছে, একটু শান্ত হও, তাহা হইলে সে বলিবে, 'ইহাতে আমার সন্তুষ্ট হইবার কিছু নাই। জল যদি পাঁচ আঙ্গুলের মধ্যে আসে তাহাতেও কিছু হইবে না। পিপাসা ত তখনই দূর হইতে পারিবে যখন জল গলায় যাইবে।' স্বরাজ আসিয়াছে দিল্লীতে, হয়ত কটকে বা রায়গড়াতেও আসিয়াছে। কিন্তু আমরা স্বরাজ আনিতে চাই গ্রামে-গ্রামে, ঘরে-ঘরে। তাহা খাদি ও গ্রামোদ্যোগ ছাড়া হইতে পারে না; তাহা জমি-বণ্টন গ্রামদান ছাড়া হইবে না এবং নিজেদের ঝগড়া গ্রামে না মিটাইলে হইবে না।

কুজেন্দ্রী (কোরাপুট)
উড়িষ্যা, ২৫. ৯. ৫৫